সূচীপত্র

কবিতার নাম		পাতা

কবিতার নাম		পাতা

দাবী সনদ

মানুষ নামালে মারণের হাতিয়ার
যীশুর শিশুকে বরণ ক'রো আবার,
আত্মার তার পৃথিবীর অধিকার
সৃষ্টির কাছে দাবী আজ শঙ্কার —।

অনাদর স'য়ে বাঁচার অভীপ্সায়
করুণা ভিক্ষা আর যেন নাহি পায়,
সোহাগের বাছা সহোদর সত্তায়
স্নেহ চায় আজ জন্মের নিশানায়।

মানবিক নাবিক

তুমি তো জানো না কতটা গভীরে
রোগের শিকড়,
তুমি তো জানো না জীবনের রূপ—
বাঁচার ভিতর !
তুমি তো মানো না শরীরের মাঝে
বাস করে এক আত্মা বিভোর,
তুমি তো পার না শরীর মনের
মাঝে টেনে দিতে সুখের চাদর।

একশো বছর শুধু বেঁচে থেকে
র'বেই কি তুমি তেমনি সাদর ?
মানব মনেই লেখা আছে বুঝি
শেষ কবিতার গোপন খবর।

জীবন মরণ গন্ধে গরব
কবিতার মত কাড়ে না আদর,
মনের খবর কবিতাই জানে
কবির মর্মে সেকথা নিথর।

দলিল

সে বলেছিল গল্প এক দীর্ঘ কবিতার
উপস্থাপনায় না রেখে কোন পূর্ব ভূমিকা
সে বলেছিল, 'জানো কেউ ভালবাসেনি এখনও
জন্মের বঞ্চনা থেকে বর্ত্তমানের আকাংখায়
সুবর্ণ রেখারা এখনও ফেরার
ভালবাসা টেঁকে না এখানে।'

স্থানে পঞ্চম সাতের সৌরভে,
পৈত্রিক আয়ে পঁচিশের সংসার নিয়মিত
কখনো বর্ধিত দুর্ব্বিপাক ঘিরে।
চিকিৎসা ব্যবসার সমাদরে দুঃস্থতা
নিনাদ নিদানের আড়ালে,
প্রবঞ্চিত চুষে নে'য়া বাজারের চাষা।
পাদুকার সরব জাহির

কণ্ঠস্বরে স্বৈরাচারী তেজ
বাদবাকী বুঝে নিত বেত।
প্রবেশ প্রস্থানে—
অধীনতার বিপরীত স্বাধীনতার
জান্তব প্রকাশ গৃহময়।
শাসনে কম্পনে কিশোরের সেই অনুভূতি
অস্থির মান্যবরেষু—
বেমালুম হজম করে
মানসিক অকথ্য জুলুম।

'অনাদরে যত না কেঁদেছি,
যাতনা পুষেছি মনে মনে
গুরুজন দেয়নি আদর
অথচ অভাবের ভাঁড়ারে
অধিগত সম্ভোগে তাঁ'রাই সাদর।

অভাবের সংসারে
টাকার মুখ ও সুখ চিনেছিল পিতা,
রোজগারে বৃত্তিগত প্রয়োজনের শিকার,
কিশোর অম্লান দেখেছে
নিরুপায় অজ্ঞতা রোগীর।
কোঁচড়ের খুঁট আগে দেখে নিয়ে
গিয়েছে নির্দ্দেশ ওষুধের,
কাছের যন্ত্রনা কমাতে—
যন্ত্রনার পথ হয়েছে সহজ।
যন্ত্রনা বাঁধা দিয়ে, যন্ত্রনার বিচিত্র লাঘব!

সাংসারিক চাপ যতই প্রবল,
মুদ্রালোভী বুদ্ধির ততই প্রকাশ।

অজ্ঞতা বিমূঢ় রেখে নির্বোধ ভাষা
মুদ্রা আশায়, সক্ষম সজ্ঞান চুম্বক।
কিশোরের কিছু চাহিদা
নিতান্ত ব্যবহার্য্য, অবুঝ আব্দার ঘিরে।
রক্ত চক্ষু থেকেছে শাসিত।
অভাবের সংসারে টাকারা
খুবই যত্নবান।
গরীবের গরিমা সঞ্চয়ে
কৃপণতা নগ্ন করে আরেক
বঞ্চনার গোপন অজ্ঞতা
নিয়ন্ত্রণ ন্যস্ত যেথা অবিন্যস্ত স্বার্থবাহী প্রথায়।'
বলেছিল ক্ষোভে—
'বয়েস বেড়েছে
শাসন মেনেছি
সাহস কমিয়ে
যতদিন না পেয়েছি প্রতিরোধী বোধ।
হাতযশ যত না পিতার
অপযশ ভেদ করে কিশোরের বুক
শাসিত দাবীর পরাজয়ে।'
এর জন্য দায়ী ছিল কে ?
বিশ্লেষণে দেখা যাবে
দারিদ্র মুক্তির পথে
অজ্ঞ অভ্যুত্থানের অনিবার্য রূপ
মানহীন সম্মান লোভী ঐতিহ্য উন্মুখ,
সঙ্গে যুক্ত কিশোরী পত্নী জন্মদাত্রী তার।
ভাষা যা'র ফোটে নাই কোন কালে।
স্বামীর দাপটে।

অর্ধাঙ্গিনী ভোগে, সেবায় পুর্ণাঙ্গিনী।
'পারিপাট্য পোশাকে আসাকে
খাদ্যের তালিকায় ক্রীতদাসী উপাচার
সময় বা মেনু অমনোনীত হ'লে
জন্মদাত্রী ক্রীতদাসী পেয়েছে ধিক্কার
মুখ বিকৃতির সাথে দেব ভাষার সুরেলা সমন্বয়
গব্যঘৃত, সুগন্ধি চাল, বাটিভরা দুধ
অবর্ত্তমানেও মর্ত্তমান কলা
মাছে সর্ব্বোত্তম অংশ সকল
ব্যঞ্জনে, পরিবেশনে, পারিপাট্যে
উঠতি বৃত্তিজীবী যেন মহারাজ
খাদ্যের জমাটী আসরে।
জুল জুল লোভী চোখ
কিশোর যুবকের,
জড়ালে সেই তালিকায় কখনো
বিড়ালের মত সদণ্ড করেছে দণ্ডভোগ
কেউ কাছে যেত না কখনো।
সাত ছেলে মেয়ে
শাসিত শুধু সহবতে
শুধু সম্মান 'নিরুদ্দেশ প্রাপ্তির' হিসেবে স্থির
ভালবাসা পায়নি কখনো।
যন্ত্রণা বুকে চেপে
চাহিদাকে করেছি শাসন,
বোধ নিয়েছে টেনে
অভাবের স্বাভাবিক গতি।
জন্মে ছিল না হৃদয়ের ছাপ
মোটা ভাত কাপড়ের প্রত্যাশায়

গোয়াল ঘরের পাশে খুলেছে
জরায়ুর মুখ বছর বছর।

স্বাভাবিকতা জন্মে শুধু, পালনে নয়
নইলে ভালবাসা নির্ব্বাসিত হয় শিশুর জীবনে ?'
ব'লে চলে গলাধরা গভীর হতাশায়—
'কারণ প্রতিটি মানুষ গোয়ার্তুমিতেও
নিজেকে মনে করে সম্পূর্ণ মানুষ
পরাস্ত হ'লে টেনে আনে শ্রদ্ধার বয়স।

মন নিয়োজন উপার্জ্জনে
সেই তো শ্রদ্ধার আসন !
দায়িত্বের কথা কে রাখে মনে ?
আপশোষ বয়েস ঘিরে
বঞ্চনা অজ্ঞতা ঘিরে।

জন্ম কম হলে, প্রয়োজন স্বতঃই সীমিত,
প্রয়োজন সীমিত হলে—
সম্পদ স্ব-স্থানেই থাকে,
যতক্ষণ নীতি না হয় পরিবর্ত্তিত।
ভাগ কমিয়ে ভোগ বাড়ানো
উদ্বৃত্ত অজ্ঞানের প্রাণান্ত পরিণাম !
অজ্ঞের শরীর চষে আবাদ জঞ্জালের
পরিকল্পনাহীন কামুক ফসল
কৃতিত্ব কোথায় রাখি পূর্ব্ব পুরুষের !

জন্ম শাসনের নগ্ন হাতিয়ার দেখেছি একবার
পাশাপাশি দেখেছি শিক্ষিতের দেশে
স্বতঃস্ফূর্ত সীমিত সংসার।
এদেশে অজ্ঞতাকে স্বার্থবাহী রেখে

জন্ম শাসনের জেহাদ
যেন নয়া ফ্যাসিবাদ।

যৌবন শেষ করে বুঝেনি শেষে
শিকড় কতটা গভীরে,
হৃদয়ের মাঝে প্রতিটি মানুষের
সেই এক প্রতিফলন ;
প্রতিটি মানুষ প্রতিরোধ প্রতিষ্ঠান হ'য়ে দাঁড়ায়
দুর্দ্দশার নির্লজ্জ চেহারাটা ঢেকে।'

অথচ দেখ,

'জন্মদাতার পোষাকী জীবনে
প্রচলিত প্রতিষ্ঠানের রক্তধারা বেয়ে
সোহাগের উষ্ণতায় গ'লে জন্ম দেয়
বায়ো কেমিষ্ট্রির সমস্ত কানুন মেনে যে জীবন
যার মস্তিষ্কে জ্যোতিষ্কের কিরণ
সূর্য্যের তেজ, চন্দ্রের স্নিগ্ধতা, সমুদ্রের উদ্বেলতা
চোখ মেলে তাকায় বৈষম্যে, সেই কৈশোরে
ঘরের আপন জনের আচরণে
খাদ্য ঘিরে, বাসস্থান ঘিরে, পরিধান ঘিরে
জমি, কাজ, সঞ্চয় ঘিরে
সম্ভোগ, স্বার্থ ঘিরে
লড়াই কি ভীষণ পর্য্যায় !
ভাইয়ে ভাইয়ে, পুত্রে পিতায়,
আত্মীয়তা কোথায় যে মিলায় !

মানুষের রুচি যা নাকি স্থানীয়
তাকেও দেখেছি বাড়াতে হাত প্রগতি মার্কায়
প্রতিবন্ধকতা তা হলে রুচি নিয়ে নয়
উন্নত জীবন, সুস্থ জীবন,

উন্নতিকামীর জীবনের সঙ্গে সংপৃক্ত, ওতোপ্রোত,
বিরুদ্ধতা সেখানে তো নেই ?
তাহ'লে বিরোধ কোথায় ?

তপশীলী অশ্রু শুধু সাহায্য পেতে
সহযোগিতায় বাঁচাতে কৃষ্টি অস্ত্র কেনাই
যুদ্ধ সাজাই স্বার্থবাহী ভাষার চুম্বকে।
রিসোর্স নিরেট রয় সজীব সমতলে
অতলান্ত বধির গভীরতায়
মাঝে মাঝে ইকোলজি টেনে আনি
উন্নত দেশের সঙ্গে সুর মেলাই
নির্লজ্জ অবস্থাটা ঢেকে।

এ রঙ্গের নেপথ্য নায়ক মানুষ নয়,
কোন কাপুরুষ, অস্ত্র ধরে জানায় পৌরুষ।

অস্ত্রের জন্য বিজ্ঞান সহসা উন্মুক্ত করে
সভ্যতা সৃষ্টির দুরন্ত কৌশল, বিবর্তনে।
বর্বরতার রেশ থেকে যায়
ঐতিহাসিক অপকৌশল
প্রযোজ্য হয় অনুন্নত দেশে, অজ্ঞতার সুযোগে

অন্যথায় ভাবনায় বিপ্লব ঘটে অভাবীর
চেতনায় মানুষ জড়ায় মানুষে,
বিপ্লবের সংজ্ঞায় বিজ্ঞান যুক্ত হয়,
লড়াইয়ের চেহারা ভাগ ছেড়ে—
ভোগের দিকে মুখ ফেরায়।

যুদ্ধ চলে মানুষের চিন্তায়
সুখের সংজ্ঞা নিরূপণে
অগ্রাধিকারে সম্পদ নিয়োজন

সামনে রেখে সমগ্রের প্রয়োজন
মেনে নিয়ে ইকোলজির লজিক্যাল ভয়।

যে দেশে সম্পদের নিয়ন্ত্রণ মুষ্টিমেয়ের খেয়ালে
সে দেশে সাধারণ মানুষের ইচ্ছাকে বিকোতে হয় —
শরীর বেচে, মস্তিষ্ককে নর্দ্দমায় ডুবিয়ে।'

অতএব,
'হে কিশোর, তোমার কিছু করার ছিল না।
তোমার অভিভাবক ভাবনাহীন আবর্ত্তে পড়েছিল।
দোষ তাদের চেয়েও বেশী ছিল
সেই জ্ঞানপাপী মনীষীদের
যারা সংরক্ষণ পন্থাকে ঐতিহ্য বলে
ঢুকিয়েছিল বিষ সমাজের মাঝে
খোলা রেখে শোষণের উন্মুখ দুয়ার।

তোমার পৃথিবীতে আসার মাঝে
বাওলজি ছিল, লজিক ছিল না;
পিতা ছিল, অভিভাবকত্ব ছিল না;
নিশানা ছিল না, তাই উদ্‌বৃত্ত ছিলে।

পৃথিবীর বোধহীন জীবের মত
সেইসব প্রাণের প্রবাহে আকুতি নিয়ে
চলেছে জ্ঞানীদের বেলা
কতকাল কত শত বছর ধরে,
স্বাধীনতা, হায়রে সেও অতিক্রান্ত যৌবনে।'

বলেছিল ক্ষোভে—

'দোষ তোমার কপালের,
ভগবানের হাত ইত্যাদি কি
প্রত্যক্ষ — শিক্ষিতের জীবনে?

যেখানে শিক্ষা করেছে সীমিত সংসার
ক্রাইসিস উপলব্ধি করে,
আগত ভবিষ্যের ভয়ঙ্কর প্রতিচ্ছবি কল্পনায় দেখে ?
শিক্ষার চেতনায় সংশয়ে সংসার বেঁধেছি,
বুক বেঁধে পারিনি লড়তে, মূল অভাবের সাথে।’
স্বপ্নালু চোখে বলেছিল থেমে—

‘শিক্ষার বাকী অংশ নির্ঘাৎ পৌঁছে দেবে
আগামী জাতক লড়াই থামাতে।

সভ্যতার দাঁত দেখে
সন্তানকে চেপেছি বুকে
সংকল্প নিয়েছি প্রায়শ্চিত্তের পুর্ব্বপুরুষের
অনিশ্চয়তার অভিশাপ থেকে
এক-এ সীমাবদ্ধ রেখেছি সংসার

প্রিয়াকে কামনায় ধরে
কেঁদেছি যাতনায়,
কি অসহ্য যুগল মিলন
খুন কত উন্মুখ ভ্রূণ !

থেমেছি শ্রান্তিতে ক্লান্তিতে—
দুঃসময় বুঝে নিয়ে,
আমার ব্যক্তিগত পৃথিবী থেকে
যৌবন জীবনের অন্য নাম যার
দিয়ে যাব তোমায় উপহার।’

বলেছিল নাটকের ঢং-এ—
‘চেতনার শিক্ষায় হে অনুন্নত,
উন্নতিকামী দেশের মানুষ—
দায়িত্বে থামাও পরিণামহীন বৃদ্ধি বংশের

চেতনার শিক্ষায় হয়নি সম্পন্ন বিপ্লব
বা উপপ্লব যে নামেই হোক
আজ যারা রেখেছে বেঁধে
সংসার যুদ্ধে চার দেয়ালে
সেই দেয়ালে দেয়ালে
আগুনের জ্বলন্ত চাষ,
অভিমানী অপমানে
ম্রিয়মান তপ্ত নিশ্বাস।

উত্তর পুরুষ, তোমাকে
সেই সহযোগ দিতে চাই,
অন্ততঃ নৈরাজ্যিক প্রচারের বিভ্রান্তি থেকে
ঘোর কাটিয়ে উঠে যেটুকু সময় পেলাম--
অসম্পূর্ণ এক দলিল রেখে গেলাম।

প্রৌঢ়ত্বের প্রাক্কালে
অনিশ্চিত জীবনের মাঝে
যতটুকু পরিসর পারি
দিয়ে যাব খানিক নিশানা।

আমার চোখের জলে
আমার অভাব বোধের
আলো আঁধারি থেকে ছেঁকে
অমৃতের রাস্তায় হে উত্তর পুরুষ!
শক্তির উৎস, পৃথিবীর আগামী মানুষ!
সচেতনতার রাস্তা চিনে নিতে
যেন কোন দিন আমার মত,
আমাদের অংশের বিক্ষিপ্ত সজ্ঞানের মত
যেন না হারায় মুক্তির গণ্ডিকাটা পথ।

গোলক ধাঁধার বাঁধায় নয়
জীবনের সরল অভিধান রেখে গেলাম
মানে যাতে খুঁজে নিতে
বিশ্বাস পেয়ে যাও উপযোগিতায়
বিভ্রান্তিতে না কাটে সময়।'
বলেছিল সে—
'এ আমার অভিমান
ঘৃণায় আহত হয়েছে ভালবাসা
নিঠুর হয়েছি ভুলে দায়িত্বের কথা
আজ প্রায়শ্চিত্তে যদি পাই খুঁজে
হারিয়ে যাওয়া মানুষ নামের—
অবশিষ্টে কিছু সফলতা।'

জ্ঞানের কবিতা

যতক্ষণ ভাবনার সাথে হয় বনাবনি
ততক্ষণ কবিতা-প্রেমে হয় কানাকানি.
তা না হ'লে কবিতারা অবতার হয়ে
প্রেম মাগে বনিতার কাছে।
ভাবনারা অভাবে থাকে না নিশ্চয়,
ঘটনারা সংঘটিত হ'লে
খুলে যায় ভাবনার হৃদয়।
বিবর্ত্তনের বাঁকে বাঁকে,
চিন্তার স্বাধীনতা ঘিরে,
আর্তনাদে চেতনারা চেনা পথ হারায়।
সাময়িক থামে বিবর্ত্তন,
সব শেষে আলো হাতে দাঁড়ায় সজ্ঞান।

প্রিয়াকে হারিয়ে

প্রিয়া তুমি ছিলে সেই শুভখন ঘিরে
হৃদয়ে সমুদ্র ছিল তোলপাড়
অভিভূত অনুভূতি ঝলকে ঝলকে।
প্রিয়া তুমি ছিলে বক্ষের, যত্ন যক্ষ-ধনের মত,
মগ্ন মন্থনে পাওয়া অমৃতের মত, চন্দ্রের স্নিগ্ধতার মত,
নিদাঘের দীপ্তির মত, আকাশের ব্যাপ্তির মত,
প্রিয়া তুমি ছিলে নীলে, রঙের বিশালে, বিচিত্র মিশালে।
ভোরের কুয়াসার মত আঁধোভাব অবুঝের মত,
স্বপ্নের প্রজাপতি ডানামেলা মৃদু পরশের মত,
জোনাকির লেগে থাকা আলোর মত।
নয়তো মিথ্যা অনুতাপে—
হারিয়ে বয়েস প্রৌঢ়ের নিদারুণ অভিমান যত
ফোলা ঠোঁটে কিশোরের বানিয়ে বলা নালিশের মত।

বন্দী প্রতিদ্বন্দ্বী

পুরুষ চোখে চোখ রাখি যেই
সাবধানি হয় বুকের কাপড়,
বন্ধ চোখে যৌবনেরে
শ্রদ্ধা জানাই নিরন্তর।

দৃষ্টি যুবক, সঞ্চয় নিয়ে
তাকাই যখন দ্বিতীয়বার,
তোমার চোখে পাই পিয়াসী
মিলন সুখের হাহাকার— ।

লজ্জায় মেশা, কামনার নেশা,
নির্নিমেষ নিরখি মুখ,
উন্মুখ দেখি প্রতিদ্বন্দ্বী,
বন্দী গরবী যুবতী বুক ।

কবিতায় কবি রিভিউ

(—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাব্য সংগ্রহ)

বৈষম্য কমায় কিসে ?
সেই তো সজ্ঞান ।
পথের সন্ধানে, কিম্বা রাস্তারা
সর্টকাট জানে না বিজ্ঞানে বা জ্ঞানে
অদ্ভুত লাগে না তোমার ?

পথের রাস্তায় 'ইডিয়ট'
সজ্ঞান সমগ্র ব্যতিরেকে
সুনীলের মত চেনা পথে
ঘুরবে পথিক,
চেপে রেখে সন্ধানী 'কলার' ।

জ্ঞানের রাস্তায় পথিকের যুক্তিরা
কলার না চেপেও চলে যাবে
নির্দিষ্ট নিশানায়, আমি স্থির জানি ।

আপাততঃ হাতিয়ার নামাও
কলার ছাড়ো,
বৈষম্যের চেহারা এসো দেখি।
কপালের পাল্লাটাকে বন্ধ করি
বৈষম্য কমাবার 'রাস্তা' বা 'পথ'
অতিক্রান্ত পৃথিবীর বয়স
কোথায় কেমন ভাবে মানুষেরা
বেঁচে আছে, কোথায় কতদিন আগে
সভ্যতাকে চুরি করে, ছুরি বানিয়েও
কারা এখনও সন্ত্রস্ত, জীবনের বিকৃত মানে —
কর্ম আর কর্মহীন হীনমন্যতায় ?
কা'রা তুলছে মাথা সময়ের সংক্ষিপ্ত
সরণি বেয়ে, সে কোন্ ইন্দ্রজাল ?
এসো না পথিক তোমার সাথে
আমিও দেখি ?

এঁদো গলি বিল ছেড়ে
সভ্যতার তাণ্ডব বাঁচিয়ে
সম্ভোগের আঁকা বাঁকা পথে
নদী বওয়া স্বাভাবিক গতি।

কবিতা বিকৃত হয় বিক্রী, লাভ, ইত্যাদি মিলিয়ে
স্থায়িত্ব চেয়ে বা পেশার কথা মনে করে
মানুষের কামনাকে যোনি লিঙ্গে, ওষ্ঠাধরে
মীরাকে শাশ্বত রাখার ইচ্ছায়
কখনো বুকের ব্যথারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত
বাড়ায় কি অনুন্নত ইতিহাসে হাত ?
ইতিহাস বিবর্ত্তনের, পুনরাবৃত্তি ঠেকাতেই তো ইতিহাস ?

তন প্রহরের বিল ডোবা পেরিয়ে
রয়্যালগুলি, লাঠি লজেন্সের আক্ষেপের কৈশোর থেকে
ফর্সা রমণী বা বরুণার সুগন্ধি আলিঙ্গন
পাওনি অনেক কিছুই মুক্ত চৌত্রিশে।

যা চেয়েছো পারনি বলতে,
যা বলেছো তা' তো তুমিও চাওনি,
অনুশোচনায় গলে যে জীবন
গলালো বয়েসের গ্লাসিয়ার,
তাকে পেতে কি কেউ ইতিহাস ফিরে পেতে চায়?

আমার সন্দেহ সুনীল, একশো আট নীল পদ্ম—
যা তন্ন'তন্ন করে খুঁজে এনেছো
তা'তে একটা ফুল কম ছিল—
উপলব্ধির চোখ মনে হয়,
দিতে হবে এর সাথে জুড়ে।

কবিতায় প্রতিশোধ বা সজ্ঞানে—
'এবার কবিতা লিখে রাষ্ট্রপতি' না হ'লেও
প্রজাপতি হ'তে পারতে।
মুরগীর ঠ্যাং, সহস্র ক্রীতদাসী
অগোপন প্রকাশ্য জানু দয়া করে
প্রতিবন্ধী মনুষ্যত্বের দাবী করে,
চোখ উপড়ে ফেলে,
পথ বা রাস্তার পথিক—
আমি চিন্তিত সুনীল
নিশানা কি ফেলেছো গুলিয়ে?

ফিরিওয়ালা

সুখ চাই গো সুখ—?
ফিরিওয়ালা যাচ্ছে হেঁকে
ঘুচিয়ে দিতে দুখ।
সুখ চাই গো সুখ ?
লোভে পড়ে পাচ্ছি কেন
এমনতর দুখ।
সুখ চাই গো সুখ ?
সুখের দাপট বুঝছে না তো
কপট হাসির রূপ।
সুখ চাই গো সুখ ?
সুখের মুখে জমছে কালি
দুখের গালির ছোপ।
সুখ চাই গো সুখ ?
সুখের হাঁকে পকেট উজাড়
শূন্য দুখের বুক
সুখ চেয়ে তো দুখ পেয়েছো
তবু প্রচার সুখেই ঝুক,
যখন দুঃখ সুখের প্রান্ত নিবিড়
বিশ্ব বিবেক চুপ।

এ্যাডভেঞ্চার

কবিতা কেন যে লেখ
মানুষ বেসেছে ভাল ?
হয়েছে বিক্রী বেশ কিছু বই
আলোচনা বেড়িয়েছে বাজারি কাগজে ?
মিষ্টি হাত, জুড়ি নেই উপমার,
ভাবনার কি নিটোল গর্ভ সঞ্চার !
আকর্ষক অনেক আছে
যেমন ম্যাজিক।
ভাল লাগার বয়স আছে
যেমন শৈশব।
দাঁত দিয়ে নারকেল ছোলা,
কথারা সহজ জেনেও
মাইমের মত কসরৎ,
দীঘায় যানেই হেঁটে
এটা কি তেমনি হিম্মৎ ?
এ সব এ্যাডভেঞ্চার—
সাধ্যের অতীত কি আজ ?
এখনও হয়নি কি বিস্তর আবাদ ?
সব কিছু শিল্প বলে—
শিল্পের দিও না অপবাদ।
শৈশব কাটে না চেতনার,
যাতনারা করে ছটফট,
ডাক্তার দেখাও নইলে—
চিন্তার শৈশবে নিশ্চিৎ
ধরে যাবে রিকেট বিকট।

বাঁধিয়ে রাখি

কেমন বাঁধিয়ে রাখি
দিশেহারা উল্লম্ফন, জান্তব জীবগুলোকে,
গাঁটে গাঁটে বাঁধা, চেঁচায় বিকট,
পয়সা ছুঁড়ে কিনে নি, অসমান অন্ধ পৃথিবী।
বাদ বাকী যুদ্ধে তর্কে—
আপসের দীর্ঘসূত্রিতায়,
যতক্ষণ পূর্ণতা উপচে প'ড়ে
ফিরে পায় বিশ্বাস স্থিরতায়।

মানুষকে আফিং খাইয়ে রেখে—
তন্ময়তা থেকে লং মার্চ হয়তো সহজ,
কিন্তু আমার এখানে নেশার ব্যবস্থারা পৃথক পৃথক
কেউ বলে মদ ছাড়ো, ইংরাজী ছাড়ো,
কেউ বলে আসাম ছাড়ো,
বলে কেউ ভারত ছাড়ো—
আভি ছোড়ো, জলদি ছোড়ো।

অন্বেষারা নেশাগ্রস্থ পড়ে আছে—
মন্দিরে, মসজিদে, গীর্জায়,
পীর বাবার দরগায়,
তাবিজে কবজে, ফন্দি ফিকিরে,
ভাষার তামাশায়, নেতায় নেতায়।

পেটের চাহিদায় লটকে যায়—
যে কোন আখড়ায়, দশটায় পাঁচটায়,
উনুনে চোখ রেখে রোষ্ট হয়
প্রিয়ার মমতা মাখা মুখ।

জীবনের সীমানা বাঁধা
প্রক্ষিপ্ত করুণার রুজিতে,
সংসার গড়ে ওঠে
সেলারি স্ট্রাকচারে।

বৈষম্য, উষ্মা, বিক্ষোভ, যুদ্ধ—
প্রতিরোধে বিপ্লব,
সব কিছু দানা বাঁধে ত্যাগের রকম প্রকাশে।
শ্রম বেশী প্রত্যাশা কম
এতো এক বিকট জীবন?
কাম্ জেয়াদা, বাত কম্
ভোগের এক্তিয়ারে শুধু আমরা ক'জন?

যুদ্ধে তোমরা আছো —
শিক্ষা শুধু চালাতে সঙ্গীন,
বিপজ্জনক পজিশনে—
নিম্ন আয়ের অজ্ঞান সৈনিক।
কার বুক ছেঁদা ক'বে,
কার তরে গড়বে পৃথিবী, মানিক?

সম্পদ পাহারাদার
তোমরাই পুলিশ,
কলঙ্কের হাত পাতো ভিক্ষার আশায়,
ডাইবিতে লিখে নাও কার যে নালিশ?

যুদ্ধের মশলা পাঠাও
জ্ঞানের মলমে,
শক্তির আরাধনায়
নির্বোধ কালীমার্কায়?

জ্ঞান দিয়ে শ্রম কেনা
অন্য দিকে যুদ্ধ ঘোষণা,
অজ্ঞান দেশের কাছে
ফিরি কর যুদ্ধের হাতিয়ার,
সম্পদ লুটে নিয়ে মৃত্যুর হাতিয়ার,
দিয়ে যাও কোন্ প্রক্রিয়ারে, কার তরে ?
ধ্বংসের শেষ হাতিয়ার, হায় তৈয়ার !
সৃষ্টির হাতিয়ারে হে বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষ !
করুণা কর সেই বিকারগ্রস্থ মানসিকতাব
ধ্বংস যজ্ঞে চালায় যারা নিয়ত নির্মম বলাৎকার

চুপি চুপি বলে যাই—
ওই যারা সমাজের রূপকার,
সোজা বাংলায় পলিসি মেকার,
তাদের খেয়ালে তৈরী
তোমার জীবনের দর্পণ,
ভাতের থালা, প্রিয়ার ঝলসানো মুখ,
জীবনের দশটায় পাঁচটায়,
সেলারি স্ট্রাকচারে, যন্ত্রের ঘুর্ণনে
শরীর নাচন, চামড়ার রোদে পোড়া রং।

যুদ্ধ অনিবার্য্য হয়
তোমাদের অজ্ঞতায়,
সম্মিলিত জ্ঞানের প্রতিরোধ ছাড়া
এ পৃথিবী নড়ানো যাবে না।

মাড়িয়ে ওঠো

তুমি আমায় মাড়িয়ে ওঠো, ছাড়িয়ে আকাশ,
দাঁড়িয়ে থাকো, তাকিয়ে দেখো
চাবুক মারো, বারুদ শুঁকাও।

ফ্যাকাশ চোখে ফের যদি চাস্?
এক এক করে আসতে পারিস্,
মাড়িয়ে মাথা, আমার সাড়ায়
বেছে বেছে, তেল-তেলে সব তারিফ নিয়ে,
হুজুর বলে, চোখগুলো সব নীচে রেখে,
অতীত দিয়ে. পতিত দিয়ে, নেশা দিয়ে,
গোলক ধাঁধায় জ্ঞানগুলোকে
গুলিয়ে দিয়ে, জট পাকিয়ে
যতটা হোক জটিল করে, মগ্ন রেখে
নীচের তলায়, বললে পরে আয় উঠে আয়।

বাজার খোঁজাস অন্ধকারে
হাজার ওয়াট নিওন জ্বেলে,
পাহাড় থেকে, রকেট দিয়ে,
কোন্ গভীরে কতটা খাদ জরিপ ক'রে,
উঁচু মাথা গুণে গুণে, হিসেব করিস্।
বখরা নিয়ে পটকা ফাটাস,
পকেট কাটাস শক্ত হাতে,
কালো টাকার পাহাড় ক'রে,
সুদ চড়িয়ে, কাগজ দিয়ে ট্যাঁক ভরিয়ে,
দেদার দরাজ বাজার পেলে।

উঠলে মাথায় কাজ থাকে না,
মনটা পচে, মানুষ মারার
যন্ত্র গুণে, মন্ত্র বেচে, চাল চলনে
আজব আদিম সভ্যতাকে দেয় ঘুলিয়ে
ওটাই ফ্যাশান যুগ অবতার ওরাই বুঝি
আমার হয়ে প্রেণাম জানাস শ্রীচরণে।
মানুষ মানুষ লড়াই কিরে? লাঠালাঠি
বন্ধ হ'লে ভাবিস বুঝি লড়াই থামে?
পাতে মারিস, জাতে মারিস, ম্যাপের মাপে
বন্দী রাখিস। অথচ দেখ, উঠছে যারা
মাড়িয়ে মাথা, এ দুনিয়ায় যারা রাজা
তাদের কোন বাঁধনই নেই। আজ এখানে
কাল সেখানে, খেলতে গিয়ে পেলেন ভাঙ্গে
আবার শোক পালনে তোদের ডাকে।
তেলের খোঁজে সময় কাটে
কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা দিয়ে মারছে মজা
জন কতকে। আলোর অভাব তেলের খোঁজে
কান্না কেমন পথে ঘাটে? এ সব নাকি
সব সাময়িক, প্ল্যান ছিল না এবার হবে
ষষ্ঠ শালার পেছন মেরে
সব শালাদের থমকে রেখে
টপকে গিয়ে নতুন ভাবে, ভাবতে পারিস্
কি চমৎকার বাস্তু ঘুঘু জাঁকিয়ে আছে
ওই প্রাসাদে?
তোদের শ্রমের ছিনিমিনি কেমন চলে?
এমন হবে জানাই ছিল, মুণ্ডুটা তো
বিক্রী ছিল ওদের কাছে,

বুকের যত প্রেম বিলিয়ে কি লাভ পেলি
বড়বড় কথা বলিস্ ?

বলতে গেলে আমার সাথে ঝগড়া বাধাস্
'সব ব্যাটাকে জানা আছে'
'লঙ্কা গেলে সব হনুমান'
তোর অনুমান মেনে নিয়ে সরে আসি,
নির্বাচনের আগে আবার কোমর বাঁধি,
বছর বছর নির্ব্বাচনে অর্ব্বাচীনের মাথা ব্যথা
বোধগুলোকে গুলিয়ে দেওয়া শক্ত কি রে ?

শিক্ষা যদি থাকতো তবে দেখতে পেতি
দেশ বিদেশে অল্প সময় হাতে নিয়ে
করছে কারা কাজ সমাধা। স্বল্প সময়
হাতে নিয়ে যুগের মান্যি সভ্যদের প্রতিযোগী।
খাটছে কারা দেশটি জুড়ে, গড়ছে কারা
সবাই মিলে, একটা নীতি মাথায় নিয়ে,
সবার সাথে সমান মাথায় উঠবে বলে।
অঙ্গীকারে নিচ্ছে শপথ লাখে লাখে ?
চোখ মেলে দেখ্, তুই কি ভাবিস
এ জ্ঞান দিয়ে শোষণ করা এতই সহজ ?
লড়াই ক'রে স্বরাজ পেয়ে বিকিয়ে দেবে
শোষক হাতে দেশের সেবক ?

কক্ষনো নয়, ইরাক ইরান যতই দেখান,
পোলাণ্ড কিম্বা আফগানিস্থান,
ইউরো কম্যুন, দেশজ বামুন,
ঢের হয়েছে এবার থামুন,

আসুন—বসে হিসেব মেলাই,
তিনটি দশক জীবন থেকে কি হারালাম,
আর কত কাল অজ্ঞতাকে আটকে রেখে
পিটবে চাবুক বুদ্ধিজীবি বীব পালোয়ান ?

নয়া দুর্গা

অত্যলান্ত কি বিস্ময় !
আকাশ জুড়ে যুদ্ধ ভয়
পাহাড় থেকে সমুদ্র
শুভ্র শুচি সাযুজ্য।

যুদ্ধ নামে জুজুর ভয়
বুদ্ধ গান্ধী জাল বিছায়,
শ্মশান চিতায় মরণ ঝাঁপ
সভ্যতারা মুছবে পাপ।

ধূপে বারুদের গন্ধ
ভ্রান্ত তো নয় অন্ধ !

লড়বে জোয়ান হেইও,
জোরসে প্যারেড হেইও,
মশলা কেনো হেইও,
কামান বিমান হেইও,
হজের জাহাজ হেইও,
হাজা'র মলম হেইও,
আনব দানব হেইও,
রক্ষা কবচ হেইও,
ঘোরাও কলম হেইও।

চিনির কিলো আঠেরো,
কয়লা উধাও—পাঠাচ্ছি,
সিমেণ্ট উধাও—পাঠাবো
লোড শেডিং—ঠেহ্‌রো।

এনার্জি ছাই এনার্জি,
ছাপছে টাকা যা মর্জি,
যুদ্ধ এলো তাই না ত্যাগ,
আঁচল পেতে ভিক্ষা মাগ।
বোদ্ধারা সব পিছাড়ি,
যোদ্ধারা সব আগাড়ি।

মরতে মরণ বাঁইশ্যা
মাছ রাঙ্গাদের হিস্যা।

কান্না শুনে বাংলা জয়,
ভাগের সময় তাঁরাই রয়
বাপের বেটি কা'কে কয়!

মার্কিন না সোবিয়েৎ
কার হবে কে সেবায়েৎ?

সাম্রাজ্যবাদ হোসিয়ার—
বেশ্যা খোলে ব্রেসিয়ার।

যুদ্ধ নয় শান্তি চাই—
স্বস্তি পেতেও অস্ত্র চাই!

অহিংস কি যুদ্ধ হয়
বিতংস নয় বেশ্যালয়?

ফাটকা বাজার চড়ছে দর,
সাট্টা রেসের জোর খবর,

ইউরেনিয়াম, পেট্রোলিয়াম,
দুই হাতেতে এই মেলালাম,
সুষম মধ্যবর্ত্তিনী—
মডার্ণ মহিষমর্দ্দিনী।

পরিণাম

দারিদ্র্য যদি অজ্ঞতা হয়
জ্ঞানের নাম উন্নয়ন
অনুন্নত উন্নাসিকের
শূর্পণখা পরিণাম।

স্বস্ত

ও সনাতন, কোন্ ভগবান
আপনি দেখান সে কোন্ ভাগ্যবান?
ও সনাতন, কার যে পতন
কার বা যতন, ঘসছে কে কোন্ সাবান?
ও সনাতন, ঘরে ঘরে আপনা মতন
বুক পাটাতন, মন উচাটন, চাইছে নতুন বান।
ও সনাতন, গণ্ডি ভেঙ্গে বৃত্ত বাড়ান,
হতাশ নেবে শোধ অপমান,
জানাচ্ছে আহ্বান।

এই ভয়েই

এই তো ছিল ভয়,
বোধটি দিতে বাধাস বিরোধ,
মাড়িয়ে বোধোদয়।
        এই তো ছিল ভয়,
        ভাব পাতাতে, অভাব দিয়ে
        ভোলাস পরাজয়।
এই তো ছিল ভয়,
পাণ্টিবাবু পরায় লকেট,
খোদাই বরাভয়।
        এই তো ছিল ভয়,
        কপ্‌চে বুলি, সেই তো শুলি,
        শুদ্ধি বেশ্যালয়।

প্রতিবন্ধী দুরাশা

যুদ্ধ ভীত বন্দী নই—হয়তো বা
প্রতিবন্ধী পড়ে আছি
আবদ্ধ আঁধারে।
        আরেক যুদ্ধ প্রস্তুতি
        বা আত্মতুষ্টির সুদূর অহংকারে
        প্রতিরোধে দর্পিত বিপ্লব
        বুঝি শুরু হবে, মানুষে মানুষে বঞ্চনা শেষ হ'লে

কিম্বা কল্পনার সম্ভাবনায়,
আবার পরাধীনতায়
প্রতিবন্ধী কোয়ারেণ্টাইনে,
বা জেলখানা থেকে ছাড়পত্র নিতে হবে
নিশ্চিন্ত বিশ্বের উন্মুক্ত মেলার।

অনুশক্তির মত,
শক্তিময় বীর্য্যে ডিম্বে
ভ্রূণের পরম প্রকাশ।

বিশ্বাসের বিশ্ব পরিক্রমায়
মিলিত হাইব্রিডে
সম্পন্ন সমৃদ্ধ জীবন,
জাগতিক কক্ষচ্যুতির বিচ্যুতির
মানবিক সমতায়
সে এক মহান জাতক।

হ্যালো, রাষ্ট্রসংঘ ?

মাঝে মাঝে ভাবি
পৃথিবীর ক্ষুধা, লজ্জা,
পৃথিবীর ভাষা, বাসস্থান,
রুগ্ন পৃথিবীর সমস্যা মেটাতে
পৃথিবীর বোধেরা কেন থাকে এখনো বধির ?

ক'টাই বা পেট ?
অন্নের নিশ্চিৎ সংস্থান
বেশ, আবাসের সংস্থানে

মুখের ভাষায়
সমতা আনতে পৃথিবীর মানুষ
সভ্যতাকে সহযোগী ক'রে
পারে না কি ঘোচাতে অভাব ?

আচ্ছা, একটা নীতি ঠিক হতে
বাধাটা কোথায় ?
প্রতিটি দেশের জীবনের স্বাভাবিক চাহিদা ঘিরে
অবশ্যই পৃথিবীকে আগামী জাতকের
বাসোপযোগী রেখে—
স্থির হতে পারে না, কত উৎপন্ন হলে
কত থাকে বাকী
কত হ'লে চলে যায় সব ?

মানুষ সহযোগ দিলে
কতদিনে মেটে এ সমস্যা,
ঠিক ঠিক বাণী ভবিষ্যৎ ?

মানুষ পারে না এমন কি আছে ?
জন্ম শাসন থেকে মৃত্যু শাসন
কোন্‌টাতে কম ?

আচ্ছা, সভ্যতার মানে কি ?
সুবৃহৎ অট্টালিকা, স্থাপত্য ভাস্কর্য্য,
টেকনোলজি, অটোমেশন,
গোটা দুই গ্রেট নেশন ?
—সভ্যতা সৃষ্টির দৃষ্টিতে হয়তো কেউ দেখে চমৎকার
নয়তো সৃষ্টির অপচয়ের বা অবক্ষয়ের দৃষ্টিতে
দেখে কেউ অতি কদাকার—!

না কি সভ্যতার মানে—
বাঁচার সম্মানে
বর্ত্তমান ও অনাগত জাতকের তরে
স্বস্তির সেই বাতাবরণ
জৈবিক, প্রাকৃতিক, বৈজ্ঞানিক মূল্যায়নে
সংহত সঠিক ?

আচ্ছা কত গজ কাপড় লাগে
ঘোচাতে লজ্জা এ পৃথিবীতে ?
কতগুলি বাড়ী, কতগুলি গাড়ী
কত হ'লে চলে যায় সব
কি হলে রোখা যায়
রোগ,—আগন্তুক মহামারী ?

কি বলিস্ যে মানুষ চাঁদে যায়
হিসেব প্রগতির
নিশ্চয়ই ট্যাঁকে গোজা আছে,
হিসেব মত সেদিকে
হয়েছে কি কোন অগ্রগতি ?

একটা পাঁচ বছরের ছেলে
কেমন বলছে কথা
সাজিয়ে গুছিয়ে ?
আচ্ছা, সভ্যতার বয়স কত ?
পৃথিবীর একটা ভাষা—
সমৃদ্ধ বিজ্ঞান সম্মত
তৈরী হতে কত দিন লাগে ?

রাষ্ট্র ভাষার বদলে
রাষ্ট্রসংঘ ভাষা, মাতৃ ভাষার সাথে
অবাধ চলাচল—

এক শিক্ষাক্রম
প্রগতির প্রয়োজনে
এক কার্য্যক্রম।
অনুন্নত দেশের কোন প্রান্তিক মানুষ বসে ভাবে
বিশ্বের নাগরিক অধিকারে
মানুষের শ্রমের সুষম সম্পদে, বোধে
সে এক মহান সঙ্গীত,—
যেন মানুষ সোহাগে
জড়িয়ে পৃথিবীকে
সৌরমণ্ডলীর নজর থেকে পরিত্রাণ পেতে
পরিয়ে দেয় ইতিহাসের লজ্জার টিপ
এখানে ওখানে—
মাথা নীচু করে দাঁড়াবে যেখানে
সপ্তম আশ্চর্য্যের আলো ছাঁকা
কালো কালো দিক।

ইকোলজির সাইকোলজি

বন কাটাও, বসত বসাও,
তৈরী কর আজব-কল,
তুষ্ট হলে স্পষ্ট ক'রে—
পাঠাও দূরে কোলাহল।
শান্তিপূর্ণ আনব যুগে—
আমরা হ'লাম বৈরাগী,
বম্ ফাটিয়েও জাহির করি
আমরা মোটেই নই রাগী।

পাশের ঘরে আওয়াজ হ'লে
খবরদারীর এক্তিয়ার,
ইকোলজির সাইকোলজি
দাদার মত বক্তৃতা।

সুখ সুমারী

আছে অজ্ঞাত নতুন অল্প কথা
শোনা বা জানার মাঝে করি পাইচারি
মৌলিক কিছু দিতে গিয়ে খিচুড়ি
চুরি করে বসি অন্য মনের ভাষা।
অভিন্ন হ'লে মানব মনের আশা
সমবেত যত ভাবনার রকমারি
যুক্তি জালে ছেঁকে সুখ সুমারী
ঘোচাতাম যত বুক জোড়া কালো ব্যথা—।

ঋতু সংহার

বাৎসরিক মৃত্যু মহোৎসব—
শীতে, গ্রীষ্মে, ঝড়ে, বর্ষায়,
সুদূর কাশ্মীর থেকে—কুমারী কন্যায়।
ঋতু সংহারে মৃত্যুরা দাঁড়ায় সংখ্যায়,
এবং পথের পাশের সারগ্রাস
সভ্যতার চাপা পড়া অগণিত লাশ।

শীতের প্রবাহে পারেনি বাঁচাতে
এবারেও ক্ষয়ে গেছে শতাধিক প্রাণ।
ভেসে গেছে কত শত জান্, বিগত বন্যায়।
স্বাধীনতার পুরুষ্ট যৌবন
স্পর্শকাতর এক স্বাধীন সম্মান!

বেতারে খবরের পর প্রকৃতি বন্দনায়
কবির কথা সুরে ঢেলে বিবশ মূর্চ্ছনায়—
রামধূন জিয়োনো হয় পিয়ানো বাঁশীতে

ওরা এসেছিল অমৃত অধম
জন্মে ব্যতিক্রম, মৃত্যুতে সংখ্যাপাত, বজ্রপতনে।
হয় না উচ্চারিত কোন নাম ক্রমিকের সাথে
গণ্ডগ্রাম প্রতিবেশী ছিল শহরের ক্রোশের নিশানায়
দেশ এগিয়ে চলে—পরিসংখানে, বিনয়ে,
বিনিয়োগে বিশ্বের সকরুণ বিস্ময়।
সংখ্যা নিয়ে শোক ?
শহীদ তো নয়। বিস্মৃত থাক কিছু অন্ধকার
অক্ষৌহিণীতে তো বৃন্তচ্যুত গোটা কয় লাশ!
অন্তোদয়ে উদয়ের বাণী, লজ্জা নিবারণী—
এনে দেবে ভারতী বরাভয়।

প্রকৃতির মার, মানুষ সে তো কোন্ ছার।
হোম যজ্ঞ পুরোহিত অপার,
টন টন ঘৃত চন্দন,
মাদুলী কবচ,
পাত পাতে বলির কাঙ্গাল
শ্রাদ্ধের অগ্রিম ভোজে।

হেলিকপ্টার স্পীড বোটে ছুটন্ত পাণ্ডব
নগদ নারায়ণ সংখ্যা পিছু—
বেনামীর নেই অবস্থান
লজ্জার শোকে শবেরা গণনায় হারান।

প্রকৃতির খোঁজ নিতে 'রোহিণীরা' রমণীর সাথে পাড়ি দেয়
সম্মোহনী মহতী উদ্যোগে,
সুবাসিত রুমালে মোছে অফুরন্ত শোক।

প্রকৃতির কামড় থেকে সভ্যতা
বা মানুষের সভ্যতার মারে,
ভাগ্যমান্য মহান ভারতে
অর্জ্জুনেরা গাণ্ডিবে দেয় টান
ট্রেনে ট্রামে বাসের হাতলে
লক্ষ্য ভ্রষ্ট ঝুলন্ত পাণ্ডব
অক্ষৌহিণী সেনারা কিনারায়
সভ্যতার প্রতিবেশী লজ্জায়
মৃত্যু অঞ্জলিতে ঝরে অবেলায়।

পণ প্রথা

পণ্য হয়ে সম্ভোগ
বিপননে অচলা ভারতী অনূঢ়া,
নারীমুক্তি নারীবর্ষ পার করে—
যথাক্রমে হবে সক্ষম
স্বাধীন সত্বায়,
স্বাধিকারে স্বর্গ ঘোষণা !

কথা ছিল আইনে, নইলে অবরোধে,
কুমারী নাকি পাবে খুঁজে—
লজ্জা, সম্ভ্রম, রুচি অটুট রেখে—
জীবন সাথী অমূল্য,
যৌতুকহীন স্বাধীন অধিকার,
নারীপুরুষ সমানাধিকার।

সকৌতুকে অঙ্গীকার দেখেছি পোষ্টারে—
প্রেসসনে প্রবক্তা পুরুষ পুঙ্গব,
যৌতুক আহারে কত না কৌতুকি!
টেণ্ডারে ডানা মেলে ওড়ে প্রজাপতি
বাজারি কাগজে।

স্বপ্নগুণে ঐতিহ্যবাহী সারশূন্য প্রস্তুতিকরণ
গোটাকয় শ্রুতিসুখ প্রিয় সম্ভাষণ
নির্ব্বিরোধী রবীন্দ্র ভজন,
সুপ্রিয় কথোপকথন—ঢং আহা শান্তিনিকেতন
সুমিষ্ট ফলারে যদি ঈপ্সিত ঈশ্বর গলেন!

আভিজাত্য গড্ডালিকায়
দর চড়ে ভাগের বাজারে
হাজারে বা লাখে,
সৃষ্টিমুখ দ্বার খোলে সমর্পিত অঞ্জলি ভ'রে,
দেবতা মূল্য বুঝে নেবে মন্দিরে মন্দিরে।
'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা'।
নেপথ্যে ব্যয় বহুল মায়াবী মর্য্যাদা
মোক্ষলাভ বিত্ত পরিচয়ে।

'বিবাহ' অহো 'পবিত্র বন্ধন'!
আভিজাত্য মর্য্যাদার বিচিত্র প্রকাশ!
বিরাজিত উচ্চ মহলে বেশ্যা পুরুষ,
নাকি ট্যাক্স ফ্রি মহান পুরুষ?
কোষ্ঠী, ঠিকুজী—নির্ণীত গ্রহতারকায়
কাজে লাগে মোক্ষম সময়,
ফেরাতে বাণিজ্য তরী
ঘাট থেকে অন্য বড় ঘাটে।
যারা জেতে ট্রেড ডিলে
দুই পাখী মারে এক ঢিলে,
বিনিময়ে শুধু জোড়ে জোয়ালে—
কর্মময় সঞ্চয়ী বঞ্চিত মন
জীবনের দামে।
অন্যথায় কোন বিদ্রোহী সুজন,
হেরে যাওয়া জুয়ার জীবনে,
বাধ্য হবে প্রিয়া বেছে নিতে—
উচ্ছিষ্টের অবশিষ্ট হ'তে।
আর অতি-রিক্তেরা
জীবন কাটাতে, বাবু সম্ভোগে
গায়ে গায়ে সুখ জুড়ে দিতে
দেহ দেবে, লজ্জা দেবে,
জীবনে তুলে নেবে রোগ।
নির্লজ্জ হবে বিষাক্ত প্রজাপতি
সরণিতে দেহ পশারিনী
প্রজাতিতে প্রতিবন্ধী সৃষ্টি দেবে
অহংকারী স্বামীহীন
জননী স্বাধীন।

বাঁচার আহ্বান

যাদের দ্বারা সম্ভব ব'লে,
যাদের উন্নতি অভীষ্ট ব'লে,
যাদের বিক্ষিপ্ত মানব মনের উষ্ণতায়
মনে হয়েছিল লাল সবুজে
নতুন কোন রং খসাবে পৃথিবীর জং,
আশ্চর্য্য হ'য়ে লক্ষ্য করেছি
নীতিতে রীতিতে কত না ফারাক !
হাতিয়ারের মুখোমুখি আরেক হাতিয়ার
যুদ্ধের মুখোমুখি, প্রতিরোধে স্পর্ধিত বিপ্লব
অস্ত্রের প্রতিযোগী, দ্বৈরথ অস্ত্র সম্ভার, দুরন্ত উড়ন্ত উচ্ছ্বাস
স্তূপীকৃত অস্ত্রের পাশে আশংকায়
প্রাণের প্রহরায় থরথর বিমূঢ় প্রাণ
জানাতে পারে না সম্মিলিত বাঁচার আহ্বান।

পোস্টার

পাতারা ধূসর হ'লে
নিঃশ্বাস বিশ্বাস হারায়
পাতারা মলিন হ'লে
বুকে বাজে মৃত্যু বিস্ময়।

সবুজের ব্যথা নিয়ে
অবুঝ হৃদয়ে বিবাদে বিষাদ
গাছেরা নিথর ক্লেশে,
সালোক সংশ্লেষে পরশে কাতর
যন্ত্র সন্ত্রাসে ঢাকে দ্বার
আত্মহননে নির্মোক দম্পতি ন্যায় অন্যায়
কাঠুরিয়ার দর্পিত হিয়ায়
বাজে ব্যথা পাতার হিংসায়।
অস্ত্র আর অস্ত্রহীনায়
মৃত্যুমুখী যুগল জ্বালায়
দশাদীর্ণ বিষাক্ত ক্রিয়ায়
ব্যথা দিয়ে ব্যথিতেরে
প্রত্যাশায় ভালবাসা পেতে চায়
সে কোন্ লজ্জায়—
আত্মা কি বাঁচে হতাশায় ?
নিঃশেষে শরীর শুষে শুষে
হলুদ পাতারা কর্কটে যক্ষায়
প্রতিচ্ছবি পোস্টারে বুকে আটকায়
ফুসফুস জোড়া যেন যুগ্ম পাতায়।

লোড শেডিং

সাক্ষী তুমি শহীদ মিনার,
সাক্ষী তুমি গড়ের মাঠ
সাক্ষী কবির সবুজ ঘাসের
দাঁতে কাটা মিষ্টি স্বাদ।

সাক্ষী তুমি দৃপ্ত শপথ
সাক্ষী সরব রাজপথ
সাক্ষী আমার কাঠফাটা রোদ
ট্রাফিক জ্যামের মহোৎসব

পদচিহ্নে পিচগলা পথ
বিকেল হলেই মিলিয়ে যাওয়া
হাওয়ায় ধ্বনি প্রতিধ্বনি
গলার মাপে গরম হাওয়া

সাক্ষী তুমি শহীদ মিনার
সাক্ষী তুমি সতেজ প্রাণ
ক্রীড়ামোদীর রঙ্গভূমি
খেলার মাঠে রক্ত স্নান

মিলন তীর্থে তপ্ত পারদ
মন্ত্র ফোটায় যন্ত্রণার
তিনটি দশক অগ্নি শপথ
ঘর জুড়ে আজ অন্ধকার।

রসিকতা

গরীব আরো হচ্ছে গরীব
এই কথাটা বলে কি লাভ ?
গরীব জানে জীবন দিয়ে
অর্থ কি বা এ যন্ত্রণার।
তাড়িয়ে দিয়ে কি যে মজা,
পথে নিয়ে কি যে দেখাস,

বুঝি নাতো কি উদ্দেশ্য
প্রদর্শনী কিসে বসাস্।
যন্ত্রণা তো ঢের দেখেছি,
শুনেছি ঢের নেতার মুখে,
পথের মিছিল, মিছিল হাড়ের
গড়ের মাঠে বাতাস ভরে।
সভা শেষে বাড়ীর পথে,
চায়ের ভাঁড়ে চুমুক দিতে
হাজার রকম বকমবাজী
নেতার কথার খুঁতটি ধরে।
হাজার প্রাণে শহর দেখা,
হাজার মুখে উঠবে রুটি,
হাজার শহীদ হাঁটবে পথে,
সঠিক দিনে চড়ুই ভাতি।
বসবে মাঠে, বসবে ধ্যানে
ম্যারাপ বেঁধে অনশনে,
শান্তিপূর্ণ মন্ত্রী সাথে
করবে দেখা দু তিন জনে,
ফিরে এসে শঠের মত—
উগরে দেবে বিষের ঠোঁটে,
রোষের যত তূণের তীরে
নির্বোধের কানটি ঘিরে।

সনাতনের লড়াই নামায়
গান্ধী লেনিন সবাই সামিল,
শত্রু মিত্র বোঝা দুদূর
আমরা পৃথক, নেতার কি মিল!

ঘুরবে নেতা উড়ে উড়ে,
সমাজতন্ত্রে বান ডেকেছে,
কোঁচড় খুলে ভর না তসিল
সাধ্যমত যা তোর আছে।
মালিক দিলে ওদের চাঁদা—
তোদের হবে এদের দিতে,
মোটের উপর তোরই টাকা
কালনেমিরা ভাগটি করে।
তোদের জোটে রুটির ঠোঙ্গা,
ওদের ঠোঁটে মালের বোতল,
নেতায় নেতায় একই ঢং-এ
লড়াই চালায় করতে কোতল।
কে কোল পাবে?
কে টানবে ঝোল?
কে বোল তোলে?
কে হরবোলা?
গড্ডালিকায় চলনা ভেসে
উৎসবের এই তো মেলা!

লড়াই লড়াই তিনটি দশক
একই প্রথায় চলছে তো বেশ,
ভেড়ার পালে পালের গোদা
মঞ্চে উঠে ত্রিভঙ্গ তেজ!
বাড়ীর পানে মিছিল শেষে
গাড়ীর ভেতর চাপের ভাপে,
কান্না ঘামে দিনের শ্রমে
শপথ হাঁটে কপট পথে।

তোর ইচ্ছার কি দাম আছে ?
রুটির লোভে শহর দেখা
ক্ষুব্ধ হলে লেলিয়ে দেবে
খেলতে হোলি রক্তঝরা।
লাশ নিয়ে ফের লড়াই হবে
কাগজ, টিভি, বেতার জুড়ে,
লাশের গন্ধে উড়বে শকুন
শালু খাদি জড়িয়ে দিয়ে।
লাশের আছে রসিকতা
পুণ্যে ঘৃণ্যে সমান রসে,
একই লাশ, ম্যাজিক বলে
মৃত এবং অমর রহে।

বিষুবের মাপে মালা গাঁথা

কল্পনা থেকে চোখ নামিয়ে
স্বর্গের সন্ধান করেছি মাটিতে
স্বর্গস্বাদ ঘোলে মেটাবার সাধে
একে একে বানিয়েছি হর্ম্য ইমারৎ
ফুলের নামে নাম মিলিয়ে
সৌরভের বৈচিত্র্য সত্ত্বেও
করেছি স্বতন্ত্র তন্ত্রে ঈশ্বর সন্ধান
লজ্জাকে অনুভব করেছি পরাজয়ে, সময়ে অসময়ে
সাথীকে নির্দ্ধিধায় দিয়েছি নির্বাসন
শ্লেষে করেছি শত্রু যে ছিল আপন,
ব্যর্থতাকে স্বার্থপ্রদ করতে গিয়ে
রেখেছি বাইরে তাকে কত না বছর।

মন্ত্রকে মেনেছি অভ্রান্ত কালের বলয়ে,
নির্ভুল মনন সৌকর্য্যে অজ্ঞতাকে রেখেছি বিমূঢ়,
দিয়েছি দৃষ্টান্ত কল্পস্বর্গের "তবু ঈশ্বর কেন এত লেট" ।
গোঁড়ামীকে ভেবেছি আগামী, শাসনকে মেনেছি ধ্রুব
পৌরাণিক কত পথ পেরিয়েই তো হয়েছে আধুনিক ?
ঈশ্বর যতই সুদূর ততই স্পষ্ট মন্ত্রে
ঢেকেছো গোপন কথা হাজার প্রাণের ।
যখন ভাঙ্গছে দিন মনের ভূগোলে,
যখন প্রত্যাসন্ন ভোরের আকাশ,
যখন অন্তর্মুখী ভাবনার রেখায়
নতুন রঙের সমাবেশ—,
তখনও যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ
পদ্ধতিতে কত না প্রাচীন !
যখন বিজ্ঞানের সংজ্ঞা থেকে শুরু করে
দিনরাত্রি শুষ্ক ধারিধি পরিবেশের চলময়তা
লোমস পুচ্ছখসা বিবর্ত্তনের বানর
লেজ নিয়ে তুমি তখনও অনড় ।
অথচ যেদিন পেয়েছিলে স্বরের যাদুতে প্রাণের কথা,
প্রাণের প্রহরায় সৃষ্টির কৌশল
সেদিন বিবর্ত্তনেব যবনিকায়
লেজহীন মানুষ তুলেছিল ঔদ্ধত্যের প্রথম অঙ্গুলী ।
সময় বিভাজিকায় স্পষ্ট হয়েছে
অবস্থিতির উজ্জীবিত কিছু কিছু রূপ,
বিস্ময়ে তুমি হেসেছিলে দেখে
শৈশবের হাঁটি হাঁটি পা পা চাঁদের পিঠে ।
ব্রহ্মাণ্ডের পরিধি আর চিন্তার গতির
পাল্লায়, সময় অমোঘ প্রতিযোগী ।

বিবর্ত্তনে বোধের পরিধি হয়েছে ব্যাপৃত,
প্রত্যয়ী পেয়েছে মাটি জমাটি চিন্তার বিস্তার,
মৌলিক উদ্ভাবন থেকে যৌথ প্রয়াস,
যৌথ উদ্যোগে স্পষ্ট জন থেকে জাতির স্বরূপ।

এখন কল্যাণ মন্ত্রে নিয়োজিত নিযুত উদ্যোগ,
অক্ষৌহিণী সেনারা মোতায়েন,
মেনে নিতে সৃষ্টিবাদী যে কোন নির্দ্দেশ।
তবু তোমার অন্ধ গোঁড়ামীতে অদৃশ্য আগামী,
তোমার সৃষ্টির হর্ম্য ইমারতে স্পষ্ট দৈন্যে কত না ফাটল।
তোমার মনস্তত্ত্বে মনস্তাপ চারিধার,
তোমার সংগ্রামের প্রতিবন্ধী কনিষ্ঠ জাতক, ভয়ার্ত্ত চাতক।
মন্ত্র কত না সরব, যদিও পাল্টেছে
মাটিতে মাটিতে ফুলের সৌরভ।

অথচ আমার সবটাই অর্থবহ
স্পষ্টতঃ যুদ্ধ করি অর্থের সন্ধানে
শোষণ করি নিমিত্ত উন্নয়নে--যথার্থে যাহা সম্ভোগ
মৌলিক চিন্তার ফসল দিয়েছি ঘরে ঘরে,
মাঙ্গলিক ঘরানায় না বাজালে শাঁখ,
বল দোষ কি আমার ?
ওরা তো মানুষ—
খসে গেছে কবে সেই লেজের কলুষ।

আমি হয়েছি দুর্যোধন
অনুন্নত হিংসুক চোখে
আমি কি হারিয়েছি দায়িত্বের কথা ?
হয়তো নেশাগ্রস্থ দ্বার উদ্ঘাটনে হয়েছি নির্মম অসুর,

পরিবেশের করিনি পরোয়া, যুদ্ধ ছিল তাই হাতিয়ার
হিরোসিমা, ভিয়েৎনাম শেষে হইনি কি অন্য মানুষ?
পুচ্ছের সাথে লাগা মেরুদণ্ডে ব্যতিক্রমের অন্য শিহরণ?

নিঃশ্বাস বিষাক্ত হয়েছে ঘরে,
ঘর ছাড়া অবাধ্য বালক,
উন্নয়ন কদর্য্যরূপে বিতশ্রদ্ধ,
আপামর জন সাধারণ গিমিক বিমুখ।
জ্ঞানের আশ্বাসে ডাকা তরুণ নাবিক,
পথ ভোলা সম্ভোগের ধোঁয়ায়,
জ্ঞান সীমাবদ্ধ বিভিন্ন ঘরানায়,
অলস হয়েছে রত্নাকর
সাধনা সন্ধানী বিকৃত বাল্মীকি।

যুদ্ধ যদি আগ্রাসী—
বিপ্লব তবে প্রতিরোধ, কণ্ডিশন পরাতে হবে অস্ত্রে 'নিরোধ'
অথচ প্রতি পদক্ষেপে যুযুধান
ভ্রাতৃঘাতী কুরুপাণ্ডব,
জমেছে অস্ত্রের পাহাড়, আর সম্পর্কহীন উড়াল উচ্ছ্বাস।
যুদ্ধবাজ নামে আজ কলঙ্ক রটে,
হর্ম্যের কানাঘুষা থেকে মুখোমুখী সতীর্থ সৈনিক।

তবে জেনে রেখো, শোষণ অন্য নামে যা সৃষ্টি
যদিও দৃশ্যতঃ কল্যাণ বিমুখ,
তবুও সভ্যতা বা উন্নয়ন যেন
অসম্পাদিত কবিতার সলজ্জ প্রথম সংস্করণ,
আর উন্নয়নের জন্ম সাধ—'সম্ভোগ'
এবং বিকৃত সম্ভোগের কলঙ্কের নাম ইতিহাস।

এখন সত্যের সাক্ষরে
রুদ্ধ হবে বিবর্ত্তনের পুনরাগমন,
ঘটনা পঞ্জির ভাবী ভাষ্যকার—চির আধুনিক।

হয়তো হয়েছে বিস্তৃত গতি—
জেনে নিতে অসীম পরিধি,
দ্বৈরথে বিভক্ত আজও বিষাক্ত কাণ্ডারী,
বল্গাহীন উন্মত্ত প্রগতি,
স্বাক্ষর পারে নাই দিতে সৃজন বিকাশে—
উন্নতকামীর উষ্মার প্রকৃত প্রলেপ।
ক্ষয়িষ্ণু পুচ্ছ প্রদেশে তাই আজও উল্লম্ফ তেজ।
তবু জেনে রেখো—

হর্ম্য হৃদয়ের ভিতরে বাইরে কাঁদে
প্রাণের প্রহরী আর সৃষ্টির অসুখ,
কাঁপা হাতে, ভুল থেকে তুলে নিয়ে ফুল
গাঁথিবে মালিকা বুঝি বিষুবের মাপে,
আগামী উৎসুক, অনতি সুদূর।

বিকাশ

তোমার কাছে এখন কিছু অবকাশ
তুলে দেবো, বিনিময়ে চাইব রুগ্ন আত্মার বিকাশ।
আন্দোলন, আলোড়ন, হা হুতাশন,
তোমার হাতে করে সমর্পণ—
সন্তর্পণে দেখাব আত্মার বিষন্ন অসুখ।

মনের গোপন ভূগোলে
তুমি তাকাবে বিস্ময়ে,
আত্মা স্পষ্ট হবে মনোবীক্ষণে,
লহমায় নিশ্চিৎ হবে রোগ,
মনের আয়ুতে যৌবন ঢেলে
বলে দেবে—এই নাও তোমার ওষুধ।
অবকাশে উচ্ছ্বাস যুবক হবে,
সৃষ্টির খুশীতে মনের মানচিত্রে
পাল্টাবে রঙ,
খানিক বিশ্বাস তুলে নিয়ে হাতে
আত্মীয় পেয়ে যাবে স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দ
মানবিক প্রেমিক অবকাশ,
প্রত্যয়ী নির্বিরোধী অনন্ত বিকাশ।

পৃথিবী আমার

পৃথিবীতে আমি আছি
তাই আছে পৃথিবী আমার,
জীবন আছে বলে—জীবন্ত রয়েছে পৃথিবী।
প্রাণহীন গ্রহ নয়,
প্রাণের গ্রহের খোঁজে—
তাই বুঝি ছুটন্ত আকুতি।
আমি আছি তাই দেখি
ধূসর গ্রহেও, নক্ষত্রের
বিচিত্র ঝিকিমিকি।

আমি আছি, তাই আছে
প্রবাহ প্রাণের।
আমি আছি, তাই জ্বালি
প্রাণের আলোর দীপে
নিযুত শকতি।
আমি চলে গেলে—
রেখে যাই সোহাগের রসে
আমার কিছুটা আবেগ
উষ্ণতায় অনুবিদারণে
সত্ত্বার পরম প্রকাশ
অবয়বে অবিকল আমি,
যেমন রেখেছিল ধরে আমাকে
আমারই বোধের পৃথিবী।

বিচ্ছিন্নতা

আমি তোমাকে ছায়ার মত অনুসরণ করি
তোমার প্রতিটি কথা, প্রতি পদক্ষেপ
প্রতি প্রতিশ্রুতির সাথে গরমিল খুঁজি
তোমাকে বিলক্ষণ চেনাতে চাই
সময়ের সাথে তোমার গতিবিধি
ঘড়ির কাঁটার সাথে প্রতিযোগী
হুশিয়ার করি শ্লথ হলে তোমার প্রগতি।

আমি কবি
ক্রোধকে তুলেছি কলমে চোখ রেখে অর্জুনের চোখে
স্মৃতি থেকে নির্ব্বাসিত জন্মের ভোর

ভবঘুরে প্রেমের আশ্বাসে পদ্মা পেরিয়ে
দাঁড়িয়ে শতাব্দীর শেষে অপ্রেম বাসা বাঁধে
ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গার কিনারে।

কাজের বদলে অখাদ্য
শরীরের বদলে রোগ
হৃদয়ের বদলে রক্ত
আঘাতের বদলে প্রতিবাদী কবিতা আমার
নাকি রিক্ত জনম জন্মেই ছিল অভিশাপ!

তুমি ছিলে জনতার নেতা
বলেছিলে জড়িয়ে মমতা
সহযোগে স্বর্গ পার দিতে।
উন্মুক্ত যৌবন স্বাধীন
ফেরারী বারতা আজো তেমনি উদাসীন।

জন্ম মৃত্যুর সরল নির্মোক সংজ্ঞা
অন্তর্মুখী মগ্ন মন, জীবের মতন
অশ্লীল অবজ্ঞায় ঢাকে
জীবনের কতশত শোক
যৌগিক প্রতিভা কষে
অঙ্কের পুরাতন ভোগ।

বিচ্ছিন্নতা আমিও চাই নি—
পাঠিয়েছো ঘাড় ধরে এপারে
দণ্ডকারণ্যে, কলোনীতে, লাইনের ধারে
সার সার অস্থিসার জীবনের মানে
চটকলে হাইড্রেলে লেদে—
শিরা ওঠা হাতে, নিরন্ন আবাদে।
সম্ভোগ দিয়েছি তুলে গার্ড অব অনারে।

রক্তে ঘামে কালিতে গালিতে
তরতাজা প্রাণের বলিতে, যেমন বলেছ দিতে
দলে শতদলে।
বশংবদ দিয়েছে হাততালি প্রান্তিক উচ্ছ্বাসে
মহান সন্তান সব স্বাধীন সকালে
নির্ব্বাসন দিয়েছো আমাকে
বিনিময়ে স্বাধীনতা কিনে।
কেটেছে ক্রান্তিকাল—
অতিক্রান্ত নিষ্ফল বিকেলে।
অবশিষ্ট উচ্ছিষ্টে ক্লেশে শ্লাঘায়
জীবনের স্বাভাবিক গতি ব্যতিরেকে'
আমি যদি অতিরিক্ত—দাও দূর করে
জন্মে যদি নির্ব্বাসিত জীবনের থেকে
মৃত্যু দাও করুণায় যন্ত্রণাহীন সকরুণ সঙ্গীতে
বেঁচে থেকে জীবনের ভ্রূকুটি মহত্তের মুখে
প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুকে জানায় শুধু ডেকে
মৃত্যু! তুমি আছো একমাত্র বেঁচে
মানুষ নামে মনহীন কোন জীবের গভীরে।